এএফ

নোবেল শান্তি পুরস্কার হাতে ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিনিধি মোসাম্মাৎ তাসলিমা বেগ

শান্তির নোবেল ইউনূসের হাতে

দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠানোর দৃপ্ত অঙ্গীকার

রফিকুল ইসলাম রতন, *অসলো থেকে*

দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠানোর দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বাংলাদেশের কৃতী সন্তান ক্ষুদ্রঋণ প্রবর্তক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেন। গতকাল নরওয়ের রাজধানী অসলোর সিটি হলে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে

এ যুগের গান্ধী

যুগান্তর ডেস্ক

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এ যুগের গান্ধী : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

উৎসবমুখর পরিবেশে ড. ইউনূস ও ত সঙ্গে যৌথভাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রামীণ ব্যাংকে প্রতিনিধি মোসাম্মাৎ তাসলিমা হোসেনে হাতে বিশ্বের সবচে মর্যাদাসম্পন্ন এ পুরস্ক তুলে দেয়া হয়। সিটি হলে বিশাল কনফারেন্স রু জমকালো এ অনুষ্ঠা হবে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

• ভাষণের বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৫

হবে : দারিদ্র্যকে জাদুঘরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নরওয়ের রাজা হেরাল্ড, রানী সোলভা, রাজকুমার, রাজকুমারী ও স্পেনের রানী সোফিয়াসহ বিশ্বের ৯৯২ জন নামিদামি ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার গ্রহণের পর দেয়া বক্তব্যে ড. ইউনূস দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে তিনি বিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তাসহ সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি। শান্তির সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ ধারণার স্বীকৃতি এ পুরস্কার। ড. ইউনূস বলেন, দারিদ্র্যজনিত হতাশা, হিংসা ও ক্ষোভ বিশ্বের কোন সমাজে শান্তি আনতে পারে না। শান্তি আনতে হলে আগে দারিদ্র্য দূর করতে হবে। তিনি বলেন, পরিকল্পিত পন্থা অনুসরণ করে পুঁজিবাদের ধরন পাল্টে দেয়া সম্ভব। তিনি প্রচলিত বাণিজ্যের পাশাপাশি 'সামাজিক বাণিজ্য' সম্প্রসারণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, মুক্তবাজারের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীভূত করা সম্ভব। তিনি বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের মতো সামাজিক বাণিজ্য এক সময় নিজেরাই তাদের পুঁজি বাজার গড়ে তুলে বহিরাগত বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে পারবে।

তিনি সন্ত্রাস প্রতিরোধে কেবল সামরিক অভিযান চালানোর ধারণা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তার বিশ্বাস শুধু সামরিক অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, অস্ত্র ক্রয়-বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয় তা দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ব্যয় করা হলে তা সন্ত্রাস প্রতিরোধে আরও বেশি কার্যকর হবে।

গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে ঋণগ্রহীতা এবং পরিচালনা বোর্ডের সদস্য মোসাম্মাৎ তাসলিমা বেগম পুরস্কার গ্রহণ করেন।

দারিদ্র্যের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. ইউনূস বলেন, 'কোনরকম মানবাধিকার না থাকার অর্থই হল দারিদ্র্য। চরম দারিদ্র্যজনিত হতাশা, বৈরিতা ও ক্ষোভে কোন সমাজে শান্তি টেকসই হতে পারে না। তাই স্থায়ী শান্তির জন্য আমাদের অবশ্যই মানুষ যাতে একটা সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে সেজন্য তাদের সুযোগ করে দিতে হবে।'

গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক ইউনূস ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ এবং আকালের কথা তুলে ধরেন।

মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ করে বেরিয়ে এলে অপেক্ষমাণ শত শত সাংবাদিক তাকে ঘিরে ধরেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ইউনূস বলেন, 'এ গৌরব আমার একার নয়, পুরো বাংলাদেশের।' তাসলিমা বলেন, তিনি গর্বিত, গৌরবান্বিত।

অসলো সময় বেলা ১টার চার মিনিট আগে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিনিধি তাসলিমাকে নিয়ে ইউনূস নরওয়েজীয় নোবেল কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। ১টা বাজার ১ মিনিট আগে সিটি হলে আসেন রাজা হেরাল্ড, রানী সোফিয়া, যুবরাজ হাকন এবং যুবরাজ্ঞী মারিট।

বেলা ১টায় ইয়োহান সেবাস্টিয়ান বাখের সুরে ক্রিস্টিয়ান ইল হ্যাডল্যান্ডের পিয়ানো বাদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। পাঁচ মিনিট ধরে বি মেজরে বাজানো হয় বাখের অমর সুর পারটিটা নাম্বার ওয়ান।

এরপর নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ওসে ভ্যানবোল্ট মেজেস ২০ মিনিট উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন। এক পর্যায়ে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি বাংলায় বলেন, 'আপনাদের সবাইকে ইফ অভিনন্দন। ড. ইউনূস, তাসলিমাসহ গোটা বাংলাদেশকে অভিনন্দন।'

এর পরপরই বাংলাদেশের নাচের দল নৃত্যাঞ্চল পরিবেশন করে 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' শীর্ষক বন্দনৃত্য।

পাঁচ মিনিট পর অসলো সময় ১টা ৩৫ মিনিটে এবং বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে নোবেল পুরস্কারটি তুলে দেয়া হয় অধ্যাপক ইউনূসের হাতে। এরপর তাসলিমার হাতেও পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

বেলা পৌনে ২টায় শুরু হয় অধ্যাপক ইউনূসের নোবেল বক্তৃতা। প্রায় দু'দশক আগে চট্টগ্রামের একটি অজপাড়াগাঁয়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাশীল পুরস্কারে ভূষিত ড. ইউনূস বলেন, এ পুরস্কার তাকে বিশ্বের দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করতে আরও উৎসাহিত করবে। অন্যদেরও প্রেরণা যোগাবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দারিদ্র্য জেঁকে বসে আছে। এর কারণ, দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করতে যা করণীয় আমরা তা করছি না। তিনি বলেন, আমরা একসময় চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। ওই স্বপ্নকে বাস্তবতা দিতে আমরা উঠেপড়ে লেগেছিলাম বলেই আমরা চাঁদে যেতে পেরেছি। এমনকি এখন ওখানে বসবাসের পরিকল্পনাও করছি। কাজেই আমরা যদি দারিদ্র্য নির্মূলেও ওইরকমভাবে এগিয়ে যাই তাহলে সফল হবই।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে নোবেল পিস কমিটির চেয়ারম্যান মেজেস সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। এরপর তিনি পুরস্কার গ্রহণের জন্য মঞ্চে উপবিষ্ট ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিনিধি তাসলিমার হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ড. ইউনূস ও তাসলিমার হাতে একটি সম্মাননা স্মারক স্বর্ণপদক তুলে দেয়া হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে তাদের অভিনন্দন ও সম্মান জানান। উল্লেখ্য, ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন।

এর আগে সকালেই রেড বারনার (সেভ দ্য চিলড্রেন) আয়োজনে ক্রিশ্চিয়ানা থিয়েটারে শিশুদের সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় অধ্যাপক ইউনূসের ব্যস্ত সফরসূচি।

ড. ইউনূস ৭৭ জন সফরসঙ্গী নিয়ে শুক্রবার অসলো পৌঁছেন।

গত ১৩ অক্টোবর অধ্যাপক ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংককে যৌথভাবে ওই পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, সমাজের বড় একটা জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে না পেলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ড. ইউনূস ও তার ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে শান্তি এনেছেন। তাই তাকে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণদানের মতো অভিনব